ফতওয়া নং ৩০৬

প্রশ্নঃ

আহলুস সুন্নাহদের এক মসজিদে দেখলাম মুকাব্বির দাড়িয়ে ইক্বামত দিচ্ছে। মুক্তাদি ও ইমাম বসে আছেন। যখন হাইয়্যা আলাছ সালাহ বললে সকলেই উঠে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করলাম এর কারণ কি? উত্তরে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত। এখন জানতে চাই বিষয়টির ওপর আমল করা কতদূর যুক্তিসঙ্গত।

উত্তর :

বিভিন্ন ফিক্বহের কিতাবে বলা আছে, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার সময় দাঁড়াবে। এ থেকে অনেকের এই ধারণা হয়েছে যে, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার আগে দাঁড়ানো উচিত নয়। অথচ উল্লিখিত 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার সময় দাঁড়াবে কথাটির মর্ম নির্ধারণে উলামায়ে কেরাম বলেন যে, এর অর্থ হলো, এখনও পর্যন্ত না দাঁড়িয়ে থাকলে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পর আর বসে না থেকে তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে যাবে। যেহেতু এ বাক্য বলে নামাযের প্রতি আহ্বান করা হয়, এ জন্য এর পরও না দাঁড়ানো খেলাফে আদব। এ অর্থ মোটেই নয় যে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পূর্বে দাঁড়ানো মাকরূহ। হ্যাঁ, ইমাম সাহেব মসজিদের বাইরে থাকলে কিংবা মসজিদের ভেতরে ইমামতির জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় বসে থাকলে তখন দাঁড়িয়ে তাঁর অপেক্ষা করতে থাকা মাকরূহে তানযীহি।(আল-বাহরুর্রাইক্ব ১/৩০৪,জাওয়াহিরুল ফিক্বহ্ ১/৩২০)

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যিব এবং উমর বিন আব্দুল আজীজ রহঃ থেকে বর্ণিত। যখন মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবার বলে, তখন নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া আবশ্যক। আর যখন 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' বলে ততক্ষণে কাতার সোজা হয়ে যাবে। আর যখন বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন ইমাম সাহেব তাকবীরে তাহরীমা বলবে। জুমহুর উলামাগণ বলেন যে, তাকবীরে তাহরীমা ততক্ষণ বলবে না, যতক্ষণ না মুয়াজ্জিন ইকামত শেষ করে। [উমদাতুল কারী, বাইরূত-৫/১৫৩,যাকারিয়া-৪/২১৫, ফাতহুল বারী,দারুল ফিকির বাইরূত-৩/১৪১, নং-৬৩৭] আশরাফিয়া দেওবন্দ-২/১৫৩,

স্বাক্ষর

মুফতী সাইফুল ইসলাম কাসিমী
ফতওয়া বিভাগ,জামিয়া নু'মানিয়া।
০৭ রমাযান, ১৪৪৫ হিজরী **(18/03/2024)**